

### ইতুপুজা ব্রতকথা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেকে রবিবার এই পুজো করে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি  
দিন পুকুর, নদী বা গঙ্গায়. ইতু বসির্জন দিতে হয়। কুমারী ও সধবা সকলই  
এই ব্রত করতে পারে।

সদীর, ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, তলি হরতীকী, ধূপ, দীপ, নবৈদ্য, সঁয়াকুল  
এবং ফল। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন, একটী বিশেষ পরষিকার সরার  
মাঝখানে ঘট বসিয়ে তার চারদিকে ধান, হলুদ, মান ও কচু গাছ একটা করে  
বসাতে হবে।

এই সঙ্গে মটর, সরষা, শুষনী, কলমী আর পাঁচটি ছোট বটরে ডাল দিতে হয়।  
পুজোর শেষে নীচে লেখা মন্ত্র বলে ঘটে প্রণাম করার নিয়ম।

মন্ত্র –

অষ্ট চাল অষ্ট দূর্বা কলস্ পাত্রে থুষে।

শুন একমনে ইতুর কথা সব প্রাণ ভরে ॥

ইতু দনে বর।

ধন-ধান্যে, পুত্র-পটৌত্রে বাড়ুক তাদের ঘর ॥

কাঠিকুটী কুড়াতে গলোম ইতুর কথা শুন এলাম ।

এ কথা শুনলে কী হয়। নরিধনের ধন হয়।

অপুত্রের পুত্র হয়। অশরণের শরণ হয়।

অন্ধের চক্ষু হয়., আইবুড়োর বয়ি হয়., অন্তিমি কালে স্বর্গে যায়.।।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেকে রবিবার এই পুজো করে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি  
দিন পুকুর, নদী বা গঙ্গায়. ইতু বসির্জন দিতে হয়। যেকোনো একজন উপোসী  
থেকে ইতুর কথা শুনবে। একজন কথা বলবে অপর জন কথা শুনবে।

ইতুপূজা ব্রতকথা[]এক রাজ্যে এক খুব গরীব বামুন -বামনী বাস করত। তাদের উমনো আর ঝুমনো নামে দু’টি ময়ে ছলি। একদিন বামুনরে খুব পঠি খাবার ইচ্ছা হওয়ায়, সে সব জনিসি যোগাড় করে নিয়ে এল,

বামনী রাত্তরি বেলোয়, পঠি করতে লাগল আর বামুন রান্নাঘররে পছেনে চুপ করে বসে পঠি গুণতে লাগল। এরপর বামুনকে খতে বসিয়ে বামনী যখন পরবিশেন করছে তখন বামুন বলল, “দু’খানা পঠি কম হল কেনে?” বামনী বলল যে, সে তার ময়ে দু’টিকে দু’খানা পঠি দিয়েছে।

এই কথা শুনতে বামন খুবই রগে গলে কিন্তু কিছু বলল না। এরপর একদিন সকাল বেলো বামুন বামনীকে বলল, আজ উমনো-ঝুমনোকে ওদরে পসিরি বাড়ি রেখে আসব। পসিরি বাড়ি থাকলে দুটো খতেও পাবে আর পরে ওখান থেকেই ওদরে বে-ধারও ব্যবস্থা হতে পারবে।

আমার বোনরে অবস্থা তো খুব ভাল[]আমি এতদিন অভিমান করে যাইনি। বামনী খুশী না হলেও মুখে কিছুই বলতে পারলো না।

বামুন উমনো-ঝুমনোকে নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হল। অনেকেখানি হাঁটার পর বেলো প্রায়, দুপুরে বামুন ময়ে দু’টিকে নিয়ে একটা বনরে মধ্যে ঢুকলো।

ময়ে দু’টি খদি-তেষ্টায়, খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল, তারা আর বসে থাকতে পারল না, একটু বিটগাছরে ছায়ায়, তাদের বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বামুন এইটাই চাইছিল, সুযোগ দেখে সে ইটরে ওপর ময়ে দু’টির মাথা রেখে চুপি চুপি পালিয়ে গেল। যাবার সময়, কয়েকটি শামুক ও গুলি ভেঙ্গে তাতে আলতা মাখিয়ে ছড়িয়ে রেখে গেল।

ময়ে দু’টির ঘুম ভাঙতে দেখে য[]তাদের বাবা সখোনই নেই আর চারদিকে খানকি রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। উমনো তখন ঝুমনোকে বলল, “বাবাকে বোধহয়, বাঘে খেয়েছে।” ঝুমনো বলল, “না না, আমরা যে দু’খানা পঠি লুকিয়ে খয়েছিলুম, তাই বাবা রাগ করে আমাদের পসিরি বাড়ি রেখে আসার নাম করে বনে ফলে চলে গেছে। পসি বলতে কোনো কালেই আমাদের কটে নেই।”

এই ভয়ানক, বনরে মধ্যে তাদের খুব ভয় করতে লাগল। দু’জনই চোখরে জলে ভাসতে লাগল[]কোথায় বা তারা যাবে, তাও ঠিক করতে পারল না। এমন সময়, দূরে বাঘরে গর্জন শোনা গেল।

বাঘেরে গর্জন শুনতে তার ভয়ে আর আড়ষ্ট হয়ে উঠল, এবার বুঝি তাদরে বাঘেরে পতে যেতে হবে! তারা তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, এমন সময় উমনো বলতে উঠল, “ঝুমনো দি, ঐ দূরে একটা খুব বড় বটগাছ দেখো যাচ্ছে, চলো আমরা ওখানহে আশ্রয় নহি।”

উমনোর কথা শুনতে দুজনে ছুটে গলে সেই বট গাছেরে কাছে। দুজনেহে বট গাছেরে সামনে হাত জোর করে বলল, “বাবা বতরুপী নারায়ণ, আমরা ভয়ানক বপিদে পড়ছে, ঐ শোনো দূরে বাঘেরে গর্জন – বাঘটা এসে এখুনি আমাদের খয়ে ফেলবে – তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়ে বাচাও।”

উমনো-ঝুমনোর এই কাতর কথা শুনতে বট গাছটিতখন দু ফাঁক হয়ে গলে, উমনো ঝুমনো তার সেই কোটরেরে মধ্যে ঢুকে গলে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোটরটা বন্ধ হয়ে গলে।

বাঘটা কাছে এসে মানুষেরে গন্ধ পেয়ে চারপাশে খানকিটা ঘোরাঘুরিকরে সেখান থেকে চলে গলে। বাঘটা চলে যেতেহে বটগাছটি আবার দু ফাঁক হয়ে গলে আর উমনো ঝুমনো কোটরেরে মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল।

এখন তার কিকরবে কোথায় যাবে কিকরবে ভাবতে ভাবতে জঙ্গলেরে মধ্যে চলতে লাগলো। বেশে কিছুদূর যাওয়ার পর তার জনবস্তুদিখেতে পলে। বন তখন তার পরিয়ে এসছে। তার একটু দূরে দেখল যে তাদরে বয়সী কয়েকজন ময়ে একটা পুকুরেরে পারে ঘট বসিয়ে কিসব পূজা করছে।

উমনো ঝুমন তাদরে কাছে দাঁড়াতহে সঙ্গে সঙ্গে তাদরে পূজোর ঘট গুলিসব উল্টে পড়ে গলে। সেই ময়েগুলো তখন খুব রগে গিয়ে বলল “কথা থেকে অলক্ষ্মী তোমরা এলে যে – আমাদের ইতু পূজার ঘট গুলিসব উল্টে পাল্টে গলে।”

উমনো – ঝুমনো তখন খুব কাঁদতে কাঁদতে তাদরে দুখেরে কথা গুলো সেই সব মদেরে কাছে বলতে লাগলো। সব কথা দুই বোনেরে কাছ থেকে সোনার পর ময়ে গুলোর তাদরে প্রতদিয়া হল।

তখন তারা বলল উমনো ঝুমনো কে বলল, “তোমাদেরে কোন ভয় নহে, কাঁদতে ও হবনো তোমরা আমাদের মত ইতু পূজা করো তাহলে তোমাদেরে আর কোন দুখ থাকবনে।

যাও এখন তোমরা ঐ পুকুর থেকে স্নান করে এসো।” সেই ময়েদেরে কথা মত উমনো ঝুমনো সেই পুকুরে নেমেছে অমনি পুকুরেরে সব জল শুকিয়ে গলে ও

পুকুরেরে মাছ গুলো ছটফট করে লাফাতে লাগলো।

উমনো ঝুমনো এই ব্যাপার দেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার ময়ে গুলর কাছে ফরিয়ে এসে সব কথা বলল। ময়েরো বলল এই নও ঘটরে দূর্ববা দচ্ছি, নয়ি পুকুরে গয়ি ফলেো।”

ওদরে কথা মত উমনো ,ঝুমনো দূর্ববা গুলনয়ি পুকুরে গয়ি ফলেতই আবার পুকুর জলে ভরে গলে।

তখন তারা দুজনে পুকুর থেকে স্নান করে এল । স্নান করে ফরিয়ে এসে ময়ে দুটি তাদরে ঘট আর দূর্বা দয়ি ইতু পূজা সম্পূর্ণ করল । পূজোর পর দুই ময়ে বলল ,”এই বার ইতুর কাছে বর চয়ে নাও ।’

উমনো -ঝুমনো তখন ইতুর কাছে বর চাইল -”ইতু দবে! এই বর দাও ,যাতে আমাদরে বাবা -মায়রে দুখ দূর হয় ,আর ঘর ভর্তিসোনা -দানা ও টাকা -কড়ি হয়। ”তারপর ময়ে দুটি বলল ,”এইবার তোমরা খুব ভক্তিকরে ঘট নয়ি বাড়রি দকি যাও ।” তখন ঘট নয়ি উমনো -ঝুমনো বাড়রি দকি চলে গলে । ইতু দবেই তাদরে পথ দেখয়ি দলিনে ।

এ দকি উমনো -ঝুমনোর বাবা- মা ইতুর বরে রাজার মত ধনবান হল । দুই বোন ক্রমে ঘট হাতে করে বাড়তি এসে পছল । তাদরে বাবা -মা ভবেছেলি যে ,এতদিন ময়ে দুটকি অবশই বাঘে খয়ে ফলেছে ।

আর ওদরে আপদ দূর হয়ছে । এমনসময় হঠাৎ উমনো ঝুমনোকো বাড়ি ফরিতে দেখে তাদরে বাবা অবাক হয়ে বলল ,”তোরা এতদিন বঁচছেলি?কোথা থেকে ফরিয়ে এলি এখন ?মরসি নতিতোরা ?”

উমনো বলল, ”বাবা !আমরা যদি মরতুম তাহলে আজ তোমরা এত বড় লোক হতে পড়ত না । আমরাই ইতু পূজো করে মা কে সন্তুষ্ট করে তোমার রাজ্য হওয়ার বর চয়েছেলিম -তাই তুমি আজ এত বড় লোক হতে পরেছো । ”

তখন তাদরে বাবা মা তাদরে আদর করে ঘরে নয়ি গলে । বমনীও তাদরে কথা শুনতে ইতু পূজা আরম্ভ করল । বছর কয়কে পরে বামন — বামনীর সুন্দর ফুটফুটে পুত্র সন্তান জন্ম নলি ।

তখন তাদরে আনন্দ আর ধরনো । ধন , ঐশ্বর্য ও ছলে পয়ে , ময়ে দরে নয়ি তারা মনের সুখে ঘর সংসার করতে লাগল ।

এই ভাবে কছিুদনি কটেে যাবার পর একদনি এক রাজপুত্র কটোল পুত্র দুই বন্ধু মলিে অনকে লোকজন সঙ্গে নয়িে বামুনরে বাড়তিে এসে হাজরি হল । বেলো তখন দুপুর ,তাঁরা তখন খদিে তষ্টায় অস্থরি ।

রাজপুত্র এসে সামনে উমনো কে দেখে বললনে “আমাদরে খুব তষ্টা পয়েছে, আমাদরে একটু জল খাওয়াতে পর ?” উমনো তক্ষুনি ছুটে গয়িে একটা ছোট্ট ভাঁড়ে করে জল এনে দলি।

এক ভাঁড় জল খয়েে রাজপুত্ররে খুব ভয়ানক রাগ হল, কন্িতু কি আর করবনে, ভাবলনে যটেকু জল পাওয়া গেছে, সেই টুকুই এখন খয়েে নেওয়া যাক। এইভাবে রাজপুত্র ভাঁড় টি মুখে তুলে জল খতেে আরম্ভ করলনে। কন্িতু কি আশ্চর্য, যত জল ক্ষণ ভাঁড়রে জল আর কছিুতইে ফুরায় না।

তখন তনিতিার লোক লস্কর সকলকে সেই ভাঁড়রে জল খরেতে দলিনে, তারাও রান ভরে জল ,খলে তবুও ভাঁড়তরে জল যমেন ছিলি তমেনরিইল। তখন সকলে উমনোকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

রাজপুত্র উমনোকে বললনে তার বাবাকে ডেকে আনতে। ,উমনো গয়িে বামুন কে ডেকে আনলো।

রাজপুত্র বামুনকে বললনে “আপনার ময়েটেবি বড় ভাল আমি মদ্র দেশরে যুবরাজ, যদি আনার কোনোম আপত্তিনি থাকে তাহলে আমি আনার এই ময়েটেকে বয়িে করতে চাই।”

বামুন তখন বললনে , ” আপত্তি আমার কছিু নইে তবে আমার আর একটি ময়েে আছে, তারও এখন বয়িে হয়নি।” যুবরাজ বললনে ” আমার সঙ্গে আছে কটোল পুত্র আমার বন্ধু। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদরে দুইজনকে দুই ময়েে দান করতে পারনে।”

বামুন দেখে চমত্কার সুযোগ সে আর দরেিকরলনা, গধূলিলগ্নে উমনোর সঙ্গে যুবরাজরে আর কটোল পুত্ররে সঙ্গে ঝুমনোর বয়িে দয়িে দলি। অররে দনি উমনো ঝুমনো শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় বামনী বললনে “তোরা কখিয়েে শ্বশুর বাড়ি যাবি” উমনো বলল

“আমি এখন রাজার রানী দাদ খনি চলরে ভাত আর মাগুর ম্যাচরে ঝোল ভাত করে রৈধে দাও, আমি তাই খয়েে পান চব্বিতে চব্বিতে হাতরি পঠিে বসে শ্বশুর বাড়তিে যাব। আর ঝুমনো বলল “আজ অগ্রহায়ন মাসরে রববার, ফলমূল নরিামষি খয়েে ইতুর ঘট মাথায় নয়িে আমি হাতরি পঠিে চড়ে শ্বশুর বাড়ি

যাব।”

শেষে পর্যন্ত দুই বোনরে খাওয়ার দুইরকম ব্যবস্থা হল। তারা খয়ে দয়ি়ে য়ে য়ার স্বামীৰ সঙ্গে হাতরি পঠি়ে চড়়ে শ্বশুর বাড়তি়ে রওনা হল।

উমনো য়ে পথ দয়ি়ে য়েতে লাগলো সখোনে তাদরে সামনে পড়ল গৃহ দাহ, মড়ক, দুর্ভিক্ষ ও যত সব অমঙ্গলরে চহিন। আর ঝুমনো য়ে পথ দয়ি়ে য়েতে লাগলো দখেতে পলে বয়ি়ে, সভা সমতি, অন্ন প্রাশন ও অন্যান্য পূজা পার্বণ।

এইভাবে উমনো যবরাজরে সঙ্গে রাজার বাড়তি়ে এসে হাজরি হল। রনমা ওদরে আসবার খবর বয়্ব বউ বরণ করতে এলনে। কন্তিু বউ য়মেনি হাতি থকে নামলো তমেনি রাজার বাড়রি সিংহ দরজা তা হুড়মুর করে ভঙে পড়ল,

যুবরাজরে মা অনকে বোকা ঝক করে বোউকে ঘরে তুললনে। এইদকি়ে কোটাল পুত্ররে মা বউ বরণ করতে এসে দখেলনে তাদরে বাড়রি লোহার গরদ গুলো সব সোনার হয়ে গেছে। কোটাল পুত্ররে মা বোউকে কোলে করে আদর করে ঘরে তুললনে।

উমনো রাহবাড়তি়ে আসার পর মদ্র যুবরাজরে ধন ঐশ্বর্য বয়িয় সম্পত্তিসব ক্রমে ক্রমে কোথায় চলে গেলে। যুবরাজ একবোরে ভিখারী হয়ে পড়লনে। আর ঝুমনো কোটলরে বাড়তি়ে আসার পর থকে কোটলরে বাড়ি ধন ঐশ্বর্য পরপূর্ণ হয়ে সংসার

একবোরে উতলে পড়তে লাগলো, সারা দেশে প্রচার হয়ে গেলে য়ে কোটাল পুত্র এক খুবই সুলক্ষণ যুক্ত ময়ে বয়ি়ে কে এনছে। তাদরে এখন সব দকি়ে বার্বারন্ত।

মদ্র যুবরাজ উমনোককে অলক্ষী ভবে নিয়ে তার উপর খুবই চোট্টে গেলনে, উমনো তার সামনে এলে তাকে দূর দূর করে তাড়য়ি়ে দতি়ে লাগলনে। শেষে একদনি ঘাতক ডেকে বললনে এই দণ্ডেই উমনোককে কটে তার রক্ত এনে ম আমাকে দেখোও।

ঘাতক যুবরাজরে হুকুমে উমনোককে মশানে নিয়ে গয়ি়ে ছড়েদেলি, আর একটা শিয়ালকে কটে এনে তার রক্ত যুবরাজকে কে দেখোল। উমনো তখন ঝুমনোর কাছে গয়ি়ে সবটাই খুলে বলল।

মায়রে পটেরে বোনরে এই রকম দুর্গতির কথা শুনে ঝুমনো কাউকে জানতে না দয়ি়ে তার বনে তার বাড়তি়ে লুকয়ি়ে রাখল। এমন কতি়ার স্বামী কোটাল পুত্র

ও জানতে পারলেন না ঝুমনো বুঝল যে তার বোন ইতুর অসম্মান করেছে তাই সে আজ এই বপিদে পড়ছে।

তখন থেকে ঝুমনো আবার উমনোকো নিয়ে ঠকি নিয়ম মত ইতু পুজো করতে লাগলো। শেষে ইতু দবী আবার উমনোর উপর সন্তুষ্ট হলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের দিনি দিনি বারবারন্ত হতে লাগলো।

যুবরাজ একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, এক দবী তাকে বলছেন “এখনি উমনো রানীকে খুঁজে বাড়িতে না নিয়ে এলে তর সর্বনাশ হয়ে যাবে”। মদ্র যুবরাজ স্বপ্ন দেখার পর থেকে খুবই চিন্তায় পড়লেন।

তিনি তো জানতেন যে ঘটক উমনকে কটে ফেলেছে। শেষে যুবরাজ কোটাল পুত্রকে ডেকে এনে স্বপ্নের কথা জানালেন। কোটাল পুত্র তখন ঘটক কে ডেকে উমনোর কথা শুনলেন এবং খুব ভাবতে ভাবতে বাড়িতে চলে গেলেন।

কোটাল পুত্র উমনো আর যুবরাজ এর জন্ম খুব দুঃখ করতে লাগলেন। ঝুমনো স্বামীর এই রকম চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসে করে উমনোর ব্যাপারে জানতে পারল।

তখন সে তার স্বামী কে বলল ” মা ইতুদেবির আশীর্বাদে যুবরাজ আবার উমনকে ফরিয়ে পতে পারেন যদি আমার কথা মত কাজ করেন। তুমি যুবরাজকে বল যে আমাদের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত কলাগাছ পুতে

তাঁবু ফলে যদি কিড়রি জাঙাল দিয়ে দিতে পাড়েন তাহলে আবার উমনকে ফরিয়ে পতে পারেন।” কোটাল যুবরাজকে সেই কথা বলল। যুবরাজ উমনকে পাওয়ার আশায় সমস্ত ব্যবস্থাই করে দলিলেন।

ঝুমনো তখন উমনকে রাণীর সাজে সাজিয়ে তাঁবুর মধ্যে দিয়ে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। উমনোর চলার ওঠে দুর্বার শকিড় পড়ছেলি সেই দুর্বার শকিড়ে লগে উমনোর প কটে গেল।

যুবরাজ এটাতো খুবই রগে গিয়ে হুকুম দলিলে এই দণ্ডে আঠারো হাঁড়ি মাথা আর তাদরে বুড়িমাষের চোখ দুটো উপরে অন হক। যুবরাজের বলার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম মত কাজ করো হল।

যুবরাজ উমনকে নিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকলেন। তারপর অগ্রহায়ন মাসে উমনো ইতুপুজো করল কিন্তু ইতুর কথা সুনবর মত রাজবাড়িতে কোন স্ত্রীলোক পলেনা।

উমনো তখন যুবরাজকে বলল য়ে একজন উপসিস্ত্রীলোক চাই, য়ে ইতুর কথা সংবো। যুবরাজ তখনই লোক পাঠালনে, রাজ্যরে মধ্যে য়ে স্ত্রীলোক উপসি আছে টেকে রাজবাড়িতে নয়ি়ে আসার জন্য।

রাজবাড়রি লোক ছুটল চারদিকি়ে কন্িতু রাজ্যে কোন উপসিময়ে়ে পলে না। শেষে তার সেই বুড়ি হাঁড়নীকে জনে়ে ধরে আনলো। সে কছিতইে অসবনো-সে বলতে লাগলো “ঐ অলক্ষ্মী রাক্ষসীর জন্য আমার আঠারো ছলে়ে মাথা গলে আর আমি অন্ধ হয়ে গলুম-আমি কছিতইে সখোনে়ে যাবনা।”

যায় হক রাজবাড়রি লোকে়ে তাকে জোর ধরে আনলো। সে উমনোর কাছে আসতেই উমনো তাকে বলল “বুড়িমা, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি আমার ইতুর কথা শোনো, আবার তোমার সব হবে।”

বুড়ি তখন তার আঠারো ছলে়ে আর তার চোখ ফরি়ে পাওয়ার জন্য বর চাইল। মা ইতু লক্ষ্মীর আশীর্বাদে তাই হল। বুড়ি তার আঠারো ছলে়েকে আর নিজি়ে চোখ ফরি়ে পলে। এরপর হাঁড়নী চারদিকি়ে বলে বড়োতে লাগলো য়ে

রাণী মা উমনোর ইতু লক্ষ্মী পূজোর কথা শুনে়ে সে আবার তার সব ফরি়ে পয়েছে। তখন থেকে গোটা দেশে বাসী সকলে ইতুর পূজো করে আনন্দে়ে বসবাস করতে লাগলো।

ইতু লক্ষ্মী ব্রতরে়ে ফল -এই ইতু ব্রত পূজা করলে়ে ময়ে়ে যথার্থ সুখ-সম্পদে়ে অধিকারিণী ও স্বামীর প্রিয়া হয়ে থাকনে।